স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর পদত্যাগ দাবি করলো কংগ্রেস

স্যন্দন প্রতিনিধি আগরতলা, ১৯ এপ্রিল।। রাজ্যে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির চরম অবনতি, নারী নির্যাতন, ধর্ষণ সহ অন্যান্য ঘটনাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে রাজ্যের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পদ থেকে মুখ্যমন্ত্রী ডা. মানিক সাহাকে অব্যাহতি নিতে দাবি জানিয়েছে প্রদেশ কংগ্রেস। কংগ্রেসের মুখপাত্র এক বিবৃতিতে অভিযোগ করেছেন, ২০১৮-র বিধানসভা নির্বাচনের মধ্য দিয়ে রাজ্যে ডাবল ইঞ্জিনের বিজেপি সরকার গঠনের পর থেকেই এ রাজ্যেও 'বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও', মহিলা ক্ষমতায়ন, সুশাসন ও বর্তমানে ট্রিপল ইঞ্জিনের সরকারের সময়ে রাজ্যজুড়ে অলিতে গলিতে 'লাখপতি দিদি'র গল্প ছড়ানো ফ্ল্যাক্স ও বিজ্ঞাপনী প্রচার চালানো হচ্ছে। গত বিধানসভার বাজেট অধিবেশনে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ডা. মানিক সাহা জানিয়েছিলেন, ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরে ৪০ লক্ষ জনসংখ্যার এই রাজ্যে ১৪৪ জনের ধর্ষিতা হওয়ার ঘটনা লিপিবদ্ধ হয়েছে এবং মহিলা খুন ৩১টি। যদিও ধর্ষণ, গণধর্ষণ বা যৌন নির্যাতনের প্রকৃত চিত্র বেরিয়ে আসলে মানুষ মাত্রই আঁতকে উঠবে বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন প্রদেশ কংগ্রেসের মুখপাত্র প্রবীর চক্রবর্তী। বহু ঘটনা সামাজিক লাজলজ্জার কারণে বা শাসক দলের নেতা কর্মীদের চোখ রাঙানি, হুঙ্কার ইত্যাদির ফলে থানায় লিপিবদ্ধ হয় না বলে উল্লেখ করেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী, ডিজিপি, ছোট বড় সকল মন্ত্রী, শাসক দলের নেতারা নিয়মিতই রাজ্যজুড়ে গলা চড়িয়ে বলে চলেছেন রাজ্যে বর্তমান আইন-শৃঙ্খলা সর্বকালের সেরা ও মহিলাঘটিত অপরাধের দিক থেকে কম থাকা রাজ্যগুলির মধ্যে এই রাজ্য সামনের সারিতে। শুধু গত ১০ই এপ্রিল থেকে ১৮ এপ্রিল রাজ্যে বেশ কয়েকটি ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। ১০ই এপ্রিল বোধজংনগর থানা এলাকায় এক ১৫ বছর বয়সি নাবালিকাকে অপহরণ করে নিয়ে যায় কিছু দুষ্কৃতী। মেয়েটির বাবা বোধজংনগর থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। পরবর্তী সময়ে মেয়েটিকে নতুন বাজারে নিয়ে গিয়ে অনেকে মিলেই গণধর্ষণ করে। নববর্ষের দিন দুপুরে চম্পকনগরে এক ১২ বছরের নাবালিকাকে ঐ এলাকারই চিরজিত পাল নামে এক দুষ্কৃতী ধর্ষণ করে। ঘটনা জানাজানির পর নাবালিকার বাবা ধর্ষণকারীর বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ দায়ের করে। এর ফলে ধর্ষণকারীর বড় ভাই প্রদীপ পাল নাবালিকার বাবার উপর প্রাণঘাতী হামলা চালায় এবং রক্তাক্ত করে।

ফলে তিনি আজও হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। নববর্ষের দিনেই অমরপুরের নতুনবাজারের মন্দিরঘাট স্থান এলাকার কমিউনিটি হলে গত বন্যার পর থেকে আশ্রয় নেওয়া ৪৫ বছর বয়সি বধূকে রাত দশটায় তার শিশুসন্তানের সামনেই রাঙা ত্রিপুরা নামক এক দুষ্কৃতিকারী ধর্ষণ করে। ১৬ই এপ্রিল এয়ারপোর্ট থানার গান্ধীগ্রাম শর্মা পাড়ার উত্তম বাল্মিকী নামক এক দুষ্কৃতি ১৩ বছরের নাবালিকাকে ধর্ষণ করে। ১৭ই এপ্রিল লেফুঙ্গায় নবচন্দ্রঠাকুর পাড়ায় ১৩ বছর বয়সি আরেক নাবালিকাকে তার বাড়ির পাশেই জঙ্গলে রাত আটটায় ধরে নিয়ে গিয়ে আকাশ দেববর্মা নামক এক দুষ্কৃতী ধর্ষণ করে। এর আগের সপ্তাহেও রাজ্যজুড়ে অনেকগুলি নারীঘটিত অপরাধের ঘটনা ঘটেছে। এছাড়া এ সময়ে খোদ আগরতলার কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের এক ছাত্রী অটো রিকশায় চেপে কলেজে যাওয়ার পথে অটোতেই এক দুষ্কৃতী দ্বারা যৌন লাঞ্ছিত হওয়ার ঘটনার ভিডিও ভাইরাল হয়ে ছড়িয়ে পড়ে। প্রদেশ কংগ্রেসের মুখপাত্র অভিযোগ করেন রাস্তাঘাট, বাজার হাটে তো বটেই, বাড়িতেও আজকে এই রাজ্যের শিশুকন্যা থেকে শুরু করে কোনও বয়সেরই মেয়ে মহিলারা আর নিরাপদ নয়। প্রদেশ কংগ্রেসের পক্ষ থেকে এ জাতীয় ঘটনার তীব্র নিন্দা জানানো হয়েছে। রাজ্যে আইনের শাসন নয়, রাজ্যে কায়েম হয়েছে অত্যাচারী, খুনি, ধর্ষণকারীদের শাসন। উনার জিরো টলারেন্সের ঘোষণাকে কোনও স্তরেই কেউ গ্রাহ্য করছে না। রাজ্যে মা-বোন-শিশুকন্যাদের সম্ভ্রম, ইজ্জত, ভবিষ্যৎ রক্ষার প্রশ্নে আর কাল বিলম্ব না করে উনাকে স্বরাষ্ট্র দফতরের দায়িত্ব ছেড়ে দেওয়ার দাবি জানিয়েছে প্রদেশ কংগ্রেস। রাজ্যের সর্বস্তরের জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে মহিলা সহ সমস্ত অংশের মানুষদের কাছে আবেদন জানানো হয়েছে এই সার্বিক ঘটনাবলীর হাত থেকে রাজ্যবাসীকে এবং রাজ্যকে রক্ষা করতে ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য।

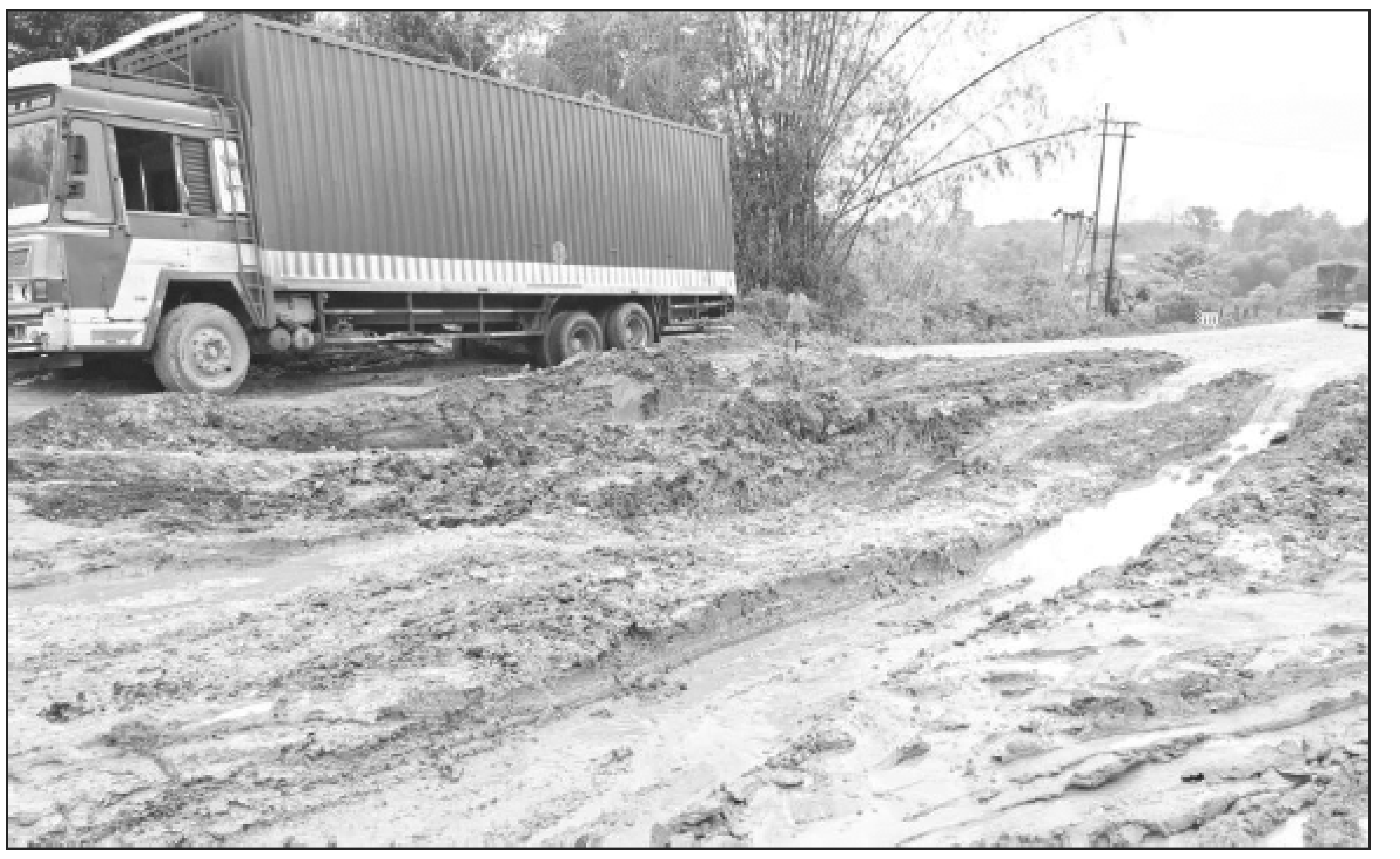

বর্ষার মরশুম পুরোপুরি শুরু না হলেও খোয়াই থেকে কমলপুর যাবার মূল জাতীয় সড়কটি বেহাল দশায় পরিণত হয়ে থাকলেও সাড়াই এর উদ্যোগ নেই। ছবি ঃ দুলাল চক্রবর্তী

রাজ্যে সি-প্লেন পরিষেবা চালু হলে পর্যটকদের জন্য নতুন অভিজ্ঞতার সঞ্চার হবে ঃ পর্যটনমন্ত্রী

আগরতলা, ১৯ এপ্রিল।। রাজ্যের পর্যটন শিল্পকে বিশ্বের দরবারে পৌঁছে দিতে বর্তমান সরকার নানা পদক্ষেপ নিয়েছে। এই পদক্ষেপের অঙ্গ হিসেবে রাজ্যে সি-প্লেন পরিষেবা চালু হলে তা নিশ্চিত ভাবেই অভিনব উদ্যোগ হিসেবে চিহ্নিত হবে। আজ সচিবালয়ের এক নং ভিডিও কনফারেন্স হলে সি-প্লেন পরিচালনার বিষয়ে মেরি টাইম এনার্জি হেলি এয়ার সার্ভিসেস প্রাইভেট লিমিটেড-এর সাথে অনুষ্ঠিত ভার্চুয়াল সভায় পর্যটনমন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী একথা বলেন। সভায় পর্যটনমন্ত্রী বলেন, রাজ্যের বর্তমান সরকার পর্যটন ব্যবস্থাকে আকর্ষনীয় করতে নতুন নতুন পন্থা অবলম্বন করছে। রাজ্যে সি-প্লেন পরিষেবা শুরু হলে পর্যটকদের জন্য নতুন অভিজ্ঞতার সঞ্চার হবে। রাজ্যে পর্যটকদের আগমন বৃদ্ধি পাবে পাশাপাশি, স্থানীয় অর্থনীতিতেও ইতিবাচক প্রভাব পড়বে। মূলত, সভায় ডম্বুর জলাশয়ে এবং রুদ্রসাগরে এই সি-প্লেন পরিষেবা চালু নিয়ে আলোচনা হয়। বৈঠকের শুরুতে মেহের কোম্পানির অধিকর্তা সিদ্ধার্থ ভার্মা সচিত্র প্রতিবেদনের মাধ্যমে ভারতে কোম্পানির বর্তমান চলতি পরিষেবা সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরেন। অধিকর্তা জানান, দেশের বিভিন্ন রাজ্যে যথা মহারাষ্ট্র, গোয়া, আন্দামান-নিকোবর ইত্যাদি রাজ্যে তাদের পরিষেবা চালু রয়েছে। এই পরিষেবা চালু করার মূল উদ্দেশ্যই হচ্ছে পর্যটনের প্রতি পর্যটকদের আকর্ষণ বৃদ্ধি করা, প্রত্যন্ত অঞ্চলের সাথে যোগাযোগ ব্যবস্থা সুদৃঢ় করা। এতে অর্থনীতির শ্রীবৃদ্ধি এবং কর্মসংস্থানের সুযোগও সৃষ্টি হয়। পর্যটন মন্ত্রী সংস্থার অধিকর্তাকে ডম্বুর এবং নীরমহলে এই সি-প্লেন পরিষেবা চালু করার প্রস্তাব দেন এবং তাদের সংশ্লিষ্ট পর্যটন স্থানগুলির পরিদর্শনে আসার আমন্ত্রণ জানান। পর্যটন মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী বলেন, সব কিছু সঠিকভাবে বাস্তবায়িত হলে বর্ষা শুরুর আগেই রাজ্যে এই পরিষেবা চালু করার উদ্যোগ নেওয়া হবে। এটি বাস্তবে রূপ পেলে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির মধ্যেও প্রথম এই রাজ্যে সি-প্লেন পরিষেবা চালু হবে। আজকের এই ভার্চুয়াল সভায় পরিবহন দপ্তরের সচিব সি. কে. জমাতিয়া, পর্যটন দপ্তরের সচিব ইউ. কে. চাকমা, পরিবহন দপ্তরের অতিরিক্ত সচিব সুব্রত চৌধুরী প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও, ভার্চুয়াল সভায় ধলাই এবং সিপাহীজলা জেলার অতিরিক্ত জেলাশাসক ও সমাহর্তা উপস্থিত থেকে উল্লেখিত বিষয়ের উপর মতামত ব্যক্ত করেন।

অক্ষয় তৃতীয়া উপলক্ষ্যে কেনাকাটায় আকর্ষনীয় অফার এর ঘোষণা দিয়ে সাংবাদিক সম্মেলনে কালিকা জুয়েলার্স-এর কর্মকর্তারা। ছবি ঃ প্রাণগোপাল আচার্য

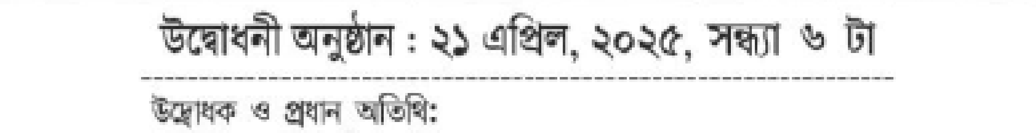

গড়িয়া ও বর্ষবরণ উৎসব ২০২৫

উদ্যোক্তা: তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর

সহযোগিতায়: জনজাতি কল্যাণ দপ্তর, পশ্চিম ত্রিপুরা জিলা পরিষদ, আগরতলা পুর নিগম, পানতৌয় স্পোর্টিং সোসাইটি

২১ - ২২ এপ্রিল, ২০২৫, স্বামী বিবেকানন্দ ময়দান, আগরতলা

উদ্বোধনী অনুষ্ঠান : ২১ এপ্রিল, ২০২৫, সন্ধ্যা ৬ টা

উদ্বোধক ও প্রধান অতিথি:
প্রফেসর (ডা:) মানিক সাহা
মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী, ত্রিপুরা
সম্মানিত অতিথি:
শ্রী বিকাশ দেববর্মা
মাননীয় মন্ত্রী, জনজাতি কল্যাণ ও অন্যান্য দপ্তর
শ্রী শুক্লা চরণ নোয়াতিয়া
মাননীয় মন্ত্রী, সমবায় ও অন্যান্য দপ্তর
বিশেষ অতিথি:
শ্রী দীপক মজুমদার
মাননীয় মেয়র, আগরতলা পুরনিগম, বিধায়ক, ত্রিপুরা বিধানসভা
শ্রী দেবপ্রিয় বর্ধন, আই.এ.এস.
মাননীয় স্পেশাল সেক্রেটারি, তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর
শ্রীমতি মেঘা জৈন, আই.এ.এস.
মাননীয়া অতিরিক্ত জেলা শাসক ও সমাহর্তা, পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা।
শ্রী সুব্রত চক্রবর্তী
মাননীয় ভাইস চেয়ারপার্সন, রাজ্য ভিত্তিক সাংস্কৃতিক উপদেষ্টা কমিটি
অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করবেন:
শ্রী বিশ্বজিৎ শীল
মাননীয় সভাধিপতি (ভারপ্রাপ্ত), পশ্চিম ত্রিপুরা জিলা পরিষদ

উদ্বোধনী অনুষ্ঠান সহ প্রতিদিন আপনার সাদর আমন্ত্রণ

মনোজ দেববর্মা
সহ অধিকর্তা
জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি কার্যালয়
পশ্চিম ত্রিপুরা

ICA-D-083/25-26

বাইক দুর্ঘটনায় আহত পুলিশ কর্মী

আগরতলা, ১৯ এপ্রিল।। চড়িলাম গ্রামীণ ব্যাঙ্কের সামনে বাইক দুর্ঘটনায় আহত পিতা-পুত্র। বিশালগড় মহকুমার তক্সা পাড়ার বাসিন্দা শ্যামল দেবনাথ। পেশায় তিনি পুলিশ কনস্টেবল। শনিবার দুপুরে তিনি বাইক নিয়ে কর্মস্থলে যাচ্ছিলেন। সাথে বাইকে ছিল ওনার স্ত্রী ও ছেলে। চড়িলাম গ্রামীণ ব্যাঙ্কের সামনে তিনি বাইক নিয়ে দুর্ঘটনার কবলে পড়েন। এতে আহত হন পিতা-পুত্র। দমকল বাহিনীর কর্মীরা তাদেরকে উদ্ধার করে বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যায়। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান শ্যামল দেবনাথের বাইকের সামনে একটি ম্যাক্স গাড়ি ছিল। রাস্তার পাশে যাত্রী দেখতে পেয়ে ম্যাক্স গাড়ির চালক আচমকা গাড়ির ব্রেক ধরেন। তখন শ্যামল দেবনাথও বাইকের ব্রেক ধরেন। ফলে তিনি বাইকের নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেন। বাইকটি তখন ম্যাক্স গাড়ির পিছনে ধাক্কা মারে। এতে বাইক চালক শ্যামল দেবনাথ ও ওনার ছেলে আহত হয়।

পশ্চিম জিলা পরিষদের পর্যালোচনা সভা

আগরতলা, ১৯ এপ্রিল।। পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা প্রশাসন কার্যালয়ের কনফারেন্স হলে আজ পশ্চিম ত্রিপুরা জিলা পরিষদের উন্নয়নমূলক কাজ নিয়ে এক বিশেষ পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। পর্যালোচনা সভায় জিলা পরিষদের ২০২৪-২৫ অর্থবছরের উন্নয়নমূলক কর্মসূচিগুলি রূপায়ণের বিষয়ে বার্ষিক পুস্তিকার মলাটি উন্মোচন করা হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন জিলা পরিষদের ভারপ্রাপ্ত সভাধিপতি বিশ্বজিৎ শীল। উপস্থিত ছিলেন জিলা পরিষদের বিভিন্ন কমিটির সদস্য-সদস্যাগণ, পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার বিভিন্ন পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যানগণ, পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার অতিরিক্ত জেলাশাসক ও সমাহর্তা মেঘা জৈন এবং বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকগণ। সভায় পশ্চিম ত্রিপুরা জিলা পরিষদের ভারপ্রাপ্ত সভাধিপতি বিশ্বজিৎ শীল জিলা পরিষদের ২০২৪-২৫ অর্থবছরের আয়-ব্যয় সংক্রান্ত এবং বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন সংক্রান্ত বার্ষিক পুস্তিকার আবরণ উন্মোচন করেন। সভায় জিলা পরিষদের ভারপ্রাপ্ত সভাধিপতি বলেন, পঞ্চায়েত ব্যবস্থাকে আরও সুদৃঢ় ও জনকল্যাণমুখী করার জন্য সরকারি প্রকল্পগুলির সঠিকভাবে রূপায়ণ করতে হবে। জেলার প্রতিটি গ্রামের অন্তিম ব্যক্তি পর্যন্ত উন্নয়নমূলক প্রকল্পের সুযোগ পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে জিলা পরিষদ কাজ করছে। পশ্চিম ত্রিপুরা জেলায় স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও বিদ্যুৎ পরিষেবা, পানীয় জল সংযোগ প্রভৃতি বিষয়ে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের আধিকারিকদের সঙ্গে পর্যালোচনা করা হয়।

অক্ষয় তৃতীয়াতে কালিকা জুয়েলার্সে আকর্ষণীয় অফার

স্যন্দন প্রতিনিধি, আগরতলা ,১৯ এপ্রিল।। শুভ অক্ষয় তৃতীয়া উপলক্ষ্যে কালিকা জুয়েলার্স এর গহনা কেনাকাটায় আকর্ষণীয় অফার ঘোষণা করা হয়েছে। আজ আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে কালিকা জুয়েলার্স এর দুই কর্ণধার মিহির কান্তি চৌধুরী এবং মৃন্ময় চৌধুরী বলেন, অক্ষয় তৃতীয়ার দিন স্বর্ণ কেনাকাটা করলে সৌভাগ্য লাভ হয়, ঘরে লক্ষ্মী বিরাজ করেন, স্বর্ণ অক্ষয় হয়ে থাকে। ক্রেতাদের ভাবনার কথা মাথায় রেখে কালিকা জুয়েলার্স ও সামিল হচ্ছে এই উৎসবে। থাকছে, হাল্কা থেকে ভারী গয়নার অত্যাধুনিক ডিজাইনের স্বর্ণালংকার। রয়েছে চমক ভরা অফারের ছড়াছড়ি। ১৫ গ্রাম স্বর্ণালংকার কেনাকাটার সঙ্গে থাকছে ১ টি স্বর্ণ মুদ্রা। এর নীচে সকল ক্রেতাদের জন্য রয়েছে নিশ্চিত উপহার। এছাড়াও রয়েছে গয়নার মজুরীতে ২০ শতাংশ ছাড়। তাছাড়া, প্রতিদিন ৩ জন নির্বাচিত ক্রেতা পাবেন ১টি করে ইলেকট্রনিক্স হোম অ্যাপ্লায়েন্স। অক্ষয় তৃতীয়ার পুণ্য লগ্নে দুইজন নির্বাচিত ক্রেতা পাবেন ১ টি করে স্কুটি। অবশ্যই লাকি ড্র এর মাধ্যমে তাদের নির্বাচন করা হবে। অফার চলবে ২১ এপ্রিল থেকে ১ মে। এই পুণ্য উৎসবে সকল সম্মানিত ক্রেতা সাধারণকে আমন্ত্রণ জানিয়েছে কালিকা জুয়েলার্স।

২০৮ নম্বর জাতীয় সড়কের বেহাল দশা, যান চলাচলই বন্ধের মুখে

স্যন্দন প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ এপ্রিল।। ত্রিপুরার খোয়াই থেকে কমলপুরগামী ২০৮নম্বর জাতীয় সড়ক দেড় বছর আগেই নির্মাণকাজ শেষ হয়েছে। তবু আজও সেই রাস্তায় গাড়ি চলা একপ্রকার অসম্ভব। বিশেষ করে লেম্বুছড়া হাই স্কুলের আগের অংশের রাস্তাটি এতটাই খারাপ অবস্থায় পৌঁছেছে যে, পথচারী থেকে গাড়ি চালক-সকলেই চরম দুর্ভোগে পড়েছেন। রাস্তায় জায়গায় জায়গায় বিশাল গর্ত, পিচ উঠে গিয়ে কাদামাটির জমি, কোথাও আবার রাস্তার একাংশ ভেঙে খালে পরিণত হয়েছে। স্থানীয়দের অভিযোগ, বহুবার প্রশাসনকে জানিয়েও কোনো লাভ হয়নি। অবস্থা এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, জরুরি পরিষেবা-অ্যাম্বুলেন্স, স্কুলবাস এমনকি, সাধারণ যানবাহন চলাচলেও দেখা দিচ্ছে মারাত্মক বাধা। দায়িত্বে থাকা ন্যাশনাল হাইওয়েজ অ্যান্ড ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন লিমিটেড তথা এনএইচআইডিসিএল রক্ষণাবেক্ষণের ব্যাপারে কার্যত নীরব। অথচ, গত ডিসেম্বরে কেন্দ্র সরকার খোয়াই থেকে হরিনা পর্যন্ত এই জাতীয় সড়ককে দুই লেনে উন্নীত করার ২,৪৮৬ কোটি টাকার প্রকল্প অনুমোদন করেছে, যার বড় অংশ আসছে জাইকা অর্থায়নে। তবে, বাস্তব ছবিটা একেবারেই উল্টো। রাস্তার কাজ আটকে পড়েছে, এলাকায় নেই পর্যাপ্ত নজরদারি। প্রশাসন ও এনএইচআইডিসিএল-এর মধ্যে সমন্বয়হীনতার কারণে রাস্তার অবস্থা ক্রমাগত খারাপের দিকে যাচ্ছে। একজন ক্ষুব্ধ পথচারী বলেন, 'এই রাস্তায় সকাল-বিকেল হাজার হাজার মানুষ যাতায়াত করেন। স্কুলের ছাত্র-ছাত্রী থেকে শুরু করে অসুস্থ রোগী-সবাই ভুগছেন। যদি এখনই ব্যবস্থা না নেওয়া হয়, তাহলে বর্ষার পরে পুরো এলাকা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে।' এখন প্রশ্ন, জাতীয় সড়কের নামে কোটি কোটি টাকার বরাদ্দ হলেও সাধারণ মানুষের এই দুর্ভোগের শেষ কবে? এলাকাবাসী প্রশাসনের কাছে অবিলম্বে রাস্তাটি সংস্কারের দাবি জানিয়েছে। এখন দেখার, কত দ্রুত কর্তৃপক্ষ ঘুম ভাঙিয়ে বাস্তবিক পদক্ষেপ নেয়। এই রাস্তা শুধুই ইট-কংক্রিটের নয়, এটা হাজারো মানুষের জীবনরেখা-আর সেই জীবনরেখা আজ ধ্বংসের মুখে।

আমি ফুল না হয়ে কাঁটা হয়ে বেশ ছিলাম

।। এস বসু রায় ।।

'আমি ফুল না হয়ে কাঁটা হয়ে বেশ ছিলাম'। রাজনীতির পাঁকেপড়ে কি এখন এমন আত্মগ্লানিতেই ভুগছেন বুবাগ্রা? রাজ্যের জনজাতি মহল্লায় দীর্ঘ সময়ের বাম ঘাঁটিকে চূর্ণ করে নতুন সম্ভাবনার জন্ম দিয়েছিল তিপরা মথা। দলের ব্যাপক প্রসার আর জনপ্রিয়তায় অমঙ্গলের প্রহর গুণতে শুরু করেছিল রাজ্যের রাজনৈতিক দলগুলো। ২০২১-এর এডিসি ভোটে দলের ব্যাপক সাফল্য চিন্তায় ফেলেছিল বাম আর বিজেপি শিবিরকে। কিন্তু, পরবর্তী সময়ে পদস্খলন ঘটে গেল। রাজ্যের জনজাতিদের দীর্ঘদিনের আকাঙ্ক্ষা আর স্বপ্ন পূরণের লক্ষ্যে রাজ্যের শাসক জোটে সামিল হওয়ার পর কক্ষচ্যুত হয়ে পড়েছেন বুবাগ্রা। এই মুহূর্তে যা পরিস্থিতি তাতে স্পষ্ট, সাধ থাকলেও বিজেপির সংস্রব ত্যাগ করার সাধ্য নেই তার। পর্যবেক্ষকমহলের মতে, মথার সুপ্রিমো এখন উপলব্ধি করতে পারছেন তিনি অংকে ভুল করেছেন। তিলে তিলে গড়ে তোলা স্বোপার্জিত ভাবমূর্তি তার অনেকটাই টলে গিয়েছে। রাজ্যের জনজাতি জীবনে যে সম্মার্জন তিনি আয়ত্ব করেছিলেন শাসকের সঙ্গী হয়ে তার অনেকটাই ক্ষয়ে গেছে। পরিস্থিতি এমন দাঁড়িয়েছে যে, বুবাগ্রা এখন গিলতেও পারছেন না, আবার উগরাতেও পারছেন না। স্বপ্নভ্রষ্ট বুবাগ্রার সামনে এখন বিকল্প পথের সন্ধান করা ছাড়া গতি নেই। সেই বিকল্প পথটা কি? পর্যবেক্ষক মহল জানাচ্ছে, বুবাগ্রার পাখির চোখ এখন ২০২৮-এর বিধানসভা ভোট। হিসেব ধরলে, আগামী বিধানসভা ভোটের আগে এডিসি ভোট হয়ে যাওয়ার কথা। কিন্তু, রাজ্যের বড় শরিক বিজেপি বিধানসভা ভোটের আগে এডিসি ভোট করার পক্ষপাতি নয়, কারণ তাতে ঝুঁকি থাকবে। তাই আগামী বিধানসভা ভোটে স্বতন্ত্র অস্তিত্ব জানান দিতে প্রদ্যোত কিশোররা বড় চাল খেলতে পারেন। এটা জলের মতো স্পষ্ট যে, একার পক্ষে রাজ্যে শাসন ক্ষমতা দখল করা সম্ভব নয় তিপরা মথার পক্ষে। এর জন্য তাদের দরকার বিশ্বাসযোগ্য বান্ধব কিংবা সহযোগী। আর এই ক্ষেত্রে প্রদ্যোত কিশোরদের কাছে নির্ভরযোগ্য কংগ্রেস। প্রদ্যোত কিশোরের সঙ্গে এমনিতেই গান্ধী পরিবারের সু-সম্পর্ক রয়েছে। আদ্যপান্ত কংগ্রেস ঘরানায় বেড়ে উঠা প্রদ্যোত কিশোর তাই কংগ্রেসের স্বাভাবিক মিত্র। আজ প্রদেশ কংগ্রেসের একটি গুরুত্বপূর্ণ সূত্র জানিয়েছে, ২০২৮-এর বিধানসভা ভোটের আগে রাজ্য রাজনীতিতে একটা পরিবর্তন ঘটনার সম্ভাবনা রয়েছে। কংগ্রেস কি তিপরা মথার জন্য দরজা উন্মুক্ত রাখছেন? এর জবাবে সূত্রটি জানিয়েছেন কংগ্রেসের দরজা সবার জন্য খোলা। প্রদেশ কংগ্রেসের এই সূত্রটির কথায় প্রদ্যোত কিশোর এখন উপলব্ধি করতে পারছেন শাসকের শয্যাসঙ্গী হয়ে কত বড় ভুল তিনি করেছেন। জনজাতি অংশের মানুষের কাছে তার বিশ্বাসযোগ্যতা প্রশ্নের মুখে পড়েছে। আমরা আশা করছি তিনি (প্রদ্যোত) নিজের ভুল থেকে শিক্ষা নিয়ে নতুন দিশায় পা বাড়াবেন।

HDFC BANK
We understand your world

AUCTION SALE NOTICE

The borrowers, in particular, and the public, in general, are hereby notified that public auction of gold ornaments / security pledged in the below accounts is proposed to be conducted. The auction is of the gold ornaments / security of borrowers who have defaulted to pay, as per the terms of Loan Agreement signed & accepted by them, despite notices by HDFC Bank Limited (the "Bank") to clear the loan dues. The Bank had also issued a notice to the borrowers whereby, 7 days' time was given to repay the entire outstanding dues in the below accounts, failing which Bank would be at liberty to auction the entire pledged gold security without issuing further notice. The borrowers have neglected and failed to make payment, therefore, Bank in exercise of its rights under the loan agreement as a pledgee has decided to enforce the pledge over gold security by selling the entire gold ornaments / security by way of auction and recover the dues owed by the borrowers to the Bank.

The auction will be conducted at the below mentioned branch/s on 21-04-2025 from 10:00 AM onwards. In the event the auction of any pledged security cannot be conducted or concluded on the date mentioned, the Bank reserves the right to conduct or proceed with the said auction on any subsequent date and time.

Sl. No.	LOAN NO.	BORROWER'S NAME	LOAN AMOUNT	Place of Auction (Branch Address)
1	75387831	DIPIKA SARKAR DAS	103200	**HDFC BANK LTD,** CENTRAL ROAD, UDAIPUR, TRIPURA,PIN-799120
2	75394281	NEPAL DAS	175800	
3	75458672	PRADIP MAJUMDER	46000	
4	75463308	PRADIP CHANDRA SAHA	27900	
5	72918740	SANDIP DEB	33700	
6	73429337	KAMAL HOSSEN	29100	
7	74012680	MAMATA MAJUMDER	126000	
8	74819502	ABDUL HASSEM	28500	
9	74843317	BIMAL CHANDRA KARMAKAR	75800	
10	75491930	ABHIJIT LASKAR	42800	**HDFC BANK LTD,** SEPAHIJALA BISHALGARH NEAR KALI MANDIR OPPOSITE POLICE STATION WEST TRIPURA 799102
11	74343962	BISWAJIT SAHA	130800	**HDFC BANK LTD,** SHANKAR CHOWMANI KRISHNA NAGAR AGARTALA, TRIPURA- 799001.
12	75093504	SALMAN HOSSEN	223200	
13	75468528	RUMA RUDRAPAUL DEB	45100	
14	75708955	NITISH DEB	201000	
15	75378566	PRIYANKA MODAK	110000	**HDFC BANK LTD,** SIDDH ASHRAM, NEAR BADHARGHAT PETROL PUMP, WEST TRIPURA 79903.
16	75472343	GOBINDA CHAKRABORTY	51400	
17	73777562	AVISHEK CHAKRABORTY	52600	**HDFC BANK LTD,** SONAMURA RABINDRA NAGAR SEPAHIJALA TRIPURA- 799131.
18	74478025	AMIR ISLAM	235100	
19	74607899	SALMA AKTER	38800	
20	75419327	FARBIN SULTANA AKTER	159000	
21	75450889	JASIM UDDIN	143900	
22	74867736	SARAP KHAN MAISHAN	42900	
23	75396677	FUL KUMARI DAS	36300	**HDFC BANK LTD,** NS ROAD, NETAJI CHOWMUHANI OPPOSITE PWD OFFICE, AGARTALA,TRIPURA-799001
24	75414270	MOSAMMAD SUSMITA CHOWDHURY	51000	
25	75442012	NIRMAL SARKAR	28400	
26	75451820	PRASANTA KUMAR BHATTACHARJEE	29400	
27	75333424	PUJA DAS	512000	**HDFC BANK** NC AVENUE SUBASH PARK SUKANTA PALLI ROAD KHOWAI WEST TRIPURA 799201.
28	75415502	TRINALATA DEBBARMA	58300	
29	75428534	DIPAK MANI DAS	43300	
30	75452844	DIPEN RUDRA PAUL	51400	

The auction shall be conducted on an "AS IS WHERE IS" and the "AS IS WHAT IS" basis and the Bank is not making and shall not make any representations or warranties as regards the quality, purity, caratage, weight or valuation of the said gold ornaments. It shall be the sole and absolute responsibility of the potential purchasers to verify, examine and satisfy themselves about the quality, purity, caratage, weight or valuation of the said gold ornaments prior to placing their bids and for such purpose it shall be open to potential purchasers to examine, at their sole cost and expense, and at the address set out hereinabove, the gold ornaments whether with or without expert advice 45 minutes prior to the time stipulated for the conduct of the auction. All bids shall be subject to such minimum reserve price as the Bank may deem fit to fix in this regard. The auction value will be based on the closing price of gold as per IBJA (India Bullion and Jewellers Association Ltd.) on the previous day. The auction process and the sale (if any) pursuant to such auction shall be subject to such further terms and conditions as the Bank may at its sole discretion deem fit to impose. If the borrower(s) mentioned above pays the amount due to the bank in terms of the Loan agreement in his individual loan account in full before the auction as mentioned above, the pledged ornaments securing the said loan may be withdrawn by the bank from the said auction without any further notice. Please note that it is the absolute discretionary power of the undersigned authorized officer of the Bank, either to postpone or to cancel the auction proceedings without prior notice and without assigning any reason therefore and to reject any or all the bids or offers without assigning any reason for the same.

Date : 20/04/2025
Place : TRIPURA

Sd/- Authorized Officer,
HDFC BANK LTD.

হাইকোর্টের নির্দেশে অবশেষে পদোন্নতি

স্যন্দন প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ এপ্রিল।। হাইকোর্টের নির্দেশে শেষ পর্যন্ত পদোন্নতি পেতে চলেছেন ত্রিপুরা রাজ্য বিদ্যুৎ নিগমের ৯ জন গ্রেড-এ ডিগ্রি ইঞ্জিনিয়ার। আবেদনকারী ৯ জন ইঞ্জিনিয়ারকে আগামী ১২ সপ্তাহের মধ্যে গোটা প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে পদোন্নতি প্রদানের জন্য সময় বেঁধে দিয়েছে হাইকোর্টের সিঙ্গল বেঞ্চ। মামলার বিবরণে প্রকাশ, সুদীর্ঘ ১৫ বছর চাকরি করেও কোন পদোন্নতি না পাওয়ায় বঞ্চনার প্রতিকার চেয়ে হাইকোর্টেরদ্বারস্থ হয়ে ২০২৩ সালে রিট মামলা দাখিল করেছিলেন ত্রিপুরা রাজ্য বিদ্যুৎ নিগমের ৯ জন বাস্তুকার। তারা সবাই ২০০৮ সালে সরাসরি বিদ্যুৎ দপ্তরে চাকরি পেয়েছিলেন। কিন্তু পরবর্তীতে বিদ্যুৎ দপ্তর ত্রিপুরা রাজ্য বিদ্যুৎ নিগমে পরিণত হয়ে যায়। বিদ্যুৎ দপ্তর নিগমে পরিণত হলেও নিজস্ব কোন রিক্রুটমেন্ট রুলস্ তৈরি করেনি। যে কারণে বিদ্যুৎ নিগম ত্রিপুরা ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভিস রুলস্ মেনে চলার সিদ্ধান্ত নেয়। ইতিমধ্যে রাজ্য সরকার এডহক প্রমোশনের পলিসি গ্রহণ করে এবং বিদ্যুৎ নিগমও২০২১ সালের আগস্ট মাসের মধ্যে পদোন্নতি প্রদানের সমস্ত প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হবে বলে ঘোষণা দেয়। কিন্তু নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে নিগম কর্তৃপক্ষ পদোন্নতি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করেনি। উল্টো রিক্রুটমেন্ট রুলস্'র অছিলায় পদোন্নতি না দিয়ে টালবাহানা করতে থাকে। অবশেষে নিগমের বিরুদ্ধে পদোন্নতি বঞ্চনার অভিযোগে হাইকোর্টে রিট মামলা দাখিল করেন বঞ্চিতরা। এই মামলার প্রদত্ত রায়ে হাইকোর্টের বিচারপতি সব্যসাচি দত্ত পুরকায়স্থ আড়াই মাসের সময় বেঁধে দিয়েছেন বিদ্যুৎ নিগমকে বঞ্চিত আবেদনকারীদের পদোন্নতি প্রদানের জন্য। প্রসঙ্গত: আবেদনকারীদের পক্ষে এই মামলায় আদালতে আইনি লড়াই করেন আইনজীবী অরিজিত ভৌমিক।

আগুন নেভানোর মহড়া গোলবাজারে

আগরতলা, ১৯ এপ্রিল।। রাজ্যের সবচাইতে বড় বাজারকে আগুনের হাত থেকে রক্ষার জন্য শনিবার অগ্নি নির্বাপক দপ্তরের উদ্যোগে একটি সচেতনতামূলক মহড়া হয়। মহারাজগঞ্জ বাজারের সব পাইকারি ব্যবসায়ী এতে অংশ নেন। আগরতলা পুর নিগমের কাউন্সিলার রত্না দত্ত, অগ্নি নির্বাপক দপ্তরের আধিকারিক কুমুদ রঞ্জন দাস, ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি খোকন সাহা প্রমুখ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। ত্রিপুরা হোলসেল গ্রোসারি মার্চেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক তমাল পাল এক বিবৃতিতে এখবর জানিয়েছেন।

NEUROLOGY & STROKE CLINIC

DIVINE TOUCH MEDI CLINIC

আপনি কি স্ট্রোক, প্যারালাইসিস, পারকিনসন, নিউরোপ্যাথি, অনেক দিন যাবৎ হাত-পা ব্যাথা ও জ্বালা, কোমর ব্যাথা, হাটা চলায় সমস্যা, মাথা ব্যাথা, মৃগি রোগ, মাথা ঘোরানো ও যে কোন ধরনের নার্ভের সমস্যায় ভুগছেন.?

এই সকল রোগীদের চিকিৎসা পরামর্শ দেবেন

ডাঃ আবীর লাল নাথ
MBBS, MD, FICM, DNB (Neurology), MNAMS, Post Doctoral Fellow Neuro Intervention & Stroke, Visiting Consultant

প্রতি মঙ্গল, বৃহস্পতি ও শনিবার (সন্ধ্যা ৬টা)

অ্যাপয়েন্টমেন্টের জন্য আজই যোগাযোগ করুন

☎ +91 9089016161
+91 6033195491

কর্নেল চৌমুহনী, আগরতলা, পশ্চিম ত্রিপুরা, ৭৯৯০০১